

মুখা ধর্মস্য ভাৰ্য্যাসীদন্তঃ মায়াঞ্চ শক্রহন্ । অসূত মিথুনং তন্তু নিৰ্দ্ধতি জগৃহেহপ্রজাঃ ॥ ২ ॥
তয়োঃ সমভবল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে । তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসাচ যদুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ ॥ ৩ ॥
দুরুক্তৌ কলিরাধত্ত ভিয়ং যুত্যাঞ্চ সপ্তম । তয়োশ্চ মিথুনং যজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা ॥ ৪ ॥
সংগ্রহেণ ময়াখ্যাতঃ প্রতिसর্গস্তবানঘ । ত্রিঃ শ্রুত্বৈতং পূমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনোমলং ॥ ৫ ॥

ঐধরস্বামী ।

নাশ্রিতাঃ উদ্ধরেতসো নৈষ্ঠিকাঃ অতস্তেষাং বংশোনাশ্তি ॥ ১ ॥

অধর্মোপি ব্রহ্মপুত্রস্তস্ত বংশমাহ মুষেতি চতুর্ভিঃ । দন্তঃ পরপ্রতারণং মায়া তদুচিতা চেষ্টা তয়োঃ সৌদরয়োঃপি দাম্পত্য মধর্ম্যাংশতয়া । এবমুপখ্যপি অপ্রজাঃ অপুত্রঃ নিৰ্দ্ধতি স্তম্মিথুনং ॥ ২ ॥

নিকৃতিঃ শঠতা যং যাভ্যাং কলিঃ তস্য স্বসা দুরুক্তিঃ চেত্যাঃ ॥ ৩ ॥ যাতনা তীব্রবেদনা ॥ ৪ ॥

প্রতিসর্গোহুসর্গ এব যদ্বা প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ অধর্মস্ত প্রলয় হেতুত্বাং প্রতিসর্গত্বং এতং এতমধর্মবংশং পুণ্যমিতি বর্জন দ্বারা পুণ্যহেতুত্বাং ॥ ৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তী ।

বাদবশিষ্ঠানাং ব্রহ্মপুত্রাণাং বংশজিজ্ঞাসায়ামাহ । সনকাদ্যা ইতি ॥ ১ ॥

অধর্মোপি ব্রহ্মপুত্রস্তস্ত বংশমাহ । মুষেতি হে শক্রহনিতি অধর্ম এব শক্র স্তং ভবদ্বিধ এব হস্তীত্যাঃ । দন্তঃ পরপ্রতা-
রণং মায়া তদুচিতা ক্রিয়া তয়োঃ । সৌদরয়োঃপি দাম্পত্যমধর্ম্যাংশতয়া নিৰ্দ্ধতিনৈৰ্দ্ধতকোণাধিপতিঃ ॥ ২ ॥

নিকৃতিঃ শঠতা যং যাভ্যাং কলিঃ তস্ত স্বসা দুরুক্তিঃ ॥ ৩ ॥

এবমত্র শাস্ত্রে ভক্তেরভিধেয়ত্বেন তস্তাশ্চাত্ত্বকুল প্রতিকূল বস্ত জিজ্ঞাসায়াং বর্জনীয়ত্বেনাধর্মবংশো নরকান্ত উক্তঃ ॥ ৪ ॥

সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ । প্রলয়হেতুত্বাং প্রলয়ঃ হে অনঘেতি অধর্মবংশোয়ং ত্বয়া নানুভূত ইতি ভাবঃ ।
পুণ্যমিতি বর্জন দ্বারা পুণ্যকরণং ॥ ৫ ॥

কদাপি দারপরিগ্রহ করেন নাই, কারণ উদ্ধরেতা ছিলেন, অতএব ইহাদের বংশ নাই ॥ ১ ॥

হে শক্রনাশন বিহুর ! অধর্মও ব্রহ্মার পুত্র, তাহার ভাৰ্য্যার নাম মিথ্যা, ঐ মিথ্যা দন্ত (প্রতারণ)
নামে এক পুত্র এবং মায়া (প্রতারণোচিতাচেষ্ঠা) নামী এক কন্যা প্রসব করেন । বৎস ! যদিও ঐ
পুত্র কন্যা পরস্পর সৌদর তথাচ অধর্ম্যাংশ প্রভব, এ প্রযুক্ত তাহারা পরস্পর মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ
হইয়াছিল । সে যাহা হউক, নিৰ্দ্ধতি স্বয়ং অপুত্রক ছিলেন এ নিমিত্ত ঐ দুই পুত্র কন্যাকে গ্রহণ
করিলেন ॥ ২ ॥

হে মহামতে ! সেই দন্ত এবং মায়া হইতে লোভ ও নিকৃতি (শঠতা) নামে দুইটি পুত্র কন্যা
জন্মিল, তাহাদেরও পরস্পর দাম্পত্য ভাব হওয়াতে তাহাদের হইতে ক্রোধ এবং হিংসা এই মিথুন
উৎপন্ন হইল । অনন্তর তাহাদের হইতে কলি (কলহ) ও তাহার ভগিনী দুরুক্তির জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

হে সত্তম ! ঐ দুরুক্তির গর্ত্রে কলির ভীতি নামে একটি কন্যা ও যুত্যা নামক এক পুত্র হইল,
তাহারাও পরস্পর দাম্পত্যী ভাবাপন্ন হওয়াতে, তাহাদের দুই জনের আবার যাতনা নামে এক কন্যা
ও নিরয় নামে এক পুত্র জন্মে ॥ ৪ ॥

হে অনঘ ! আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে এই প্রতিসর্গ অথবা অধর্ম বংশ বর্ণন করিলাম, ইহা
পুণ্যের হেতু, কারণ অধর্ম বর্জন করিলে পুণ্য সঞ্চার হয় । যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ
করিবেন তাহার কল্মষ সকল বিনষ্ট হইবে ॥ ৫ ॥

অথাতঃ কীর্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্তেঃ কুরুবহ । স্বায়ম্ভুবস্তাপি মনোহরৈরংশাংশ জন্মনঃ ॥ ৬ ॥
 প্রিয়ব্রতোভানপাদৌ শতরূপাপতেঃ স্থিতৌ । বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ ॥ ৭ ॥
 জায়ে উভানপাদস্য স্থনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ । সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্ন্যর্নেতরা যৎ স্থিতৌ ধ্রুবঃ ॥ ৮ ॥
 একদা সুরুচেঃ পুত্রমক্ষমারোপ্য লালয়ন্ । উত্তমং নারুরুক্ষন্তং ধ্রুবং রাজাভানন্দত ॥ ৯ ॥
 তথা চিকীর্ষমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবং । সুরুচিঃ শৃণুতো রাজ্ঞঃ সের্ষ্যমাহাতিগর্বিতা ॥ ১০ ॥
 ন বৎস নৃপতে ধির্ক্যং ভবানারোচুমহতি । ন গৃহীতো ময়া যৎস্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজঃ ।
 বালোসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রীগর্ভসংভূতং । নুনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্লভেহর্থে মনোরথঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীদেবদাসী ।

মনোঃ পুত্রবংশং হরেবংশো ব্রহ্মা তস্তাংশাং দেহার্দ্ধাং জন্ম যন্ত ॥ ৬ ॥
 জগতো রক্ষায়াং স্থিতৌ ॥ ৭ ॥
 স্থনীতিঃ সুরুচিঃ জায়ে তয়োর্মধ্যে ॥ ৮ ॥
 তয়োঃ প্রিয়াপ্রিয়ত্বে প্রপঞ্চয়ন্ ধ্রুবচরিতমাহ পঞ্চভিরধ্যায়ৈঃ । সুরুচেঃ পুত্রমুত্তমসংজ্ঞং লালয়ন্ ॥ ৯ ॥
 তথাস্থারোহণং চিকীর্ষমাণং ॥ ১০ ॥
 গর্ভোক্তিমেষবাহ নেতি ত্রিভিঃ নৃপতে ধির্ক্যামাসনং । নৃপাত্মজোপি ভবান্ নারোচুমহতি ॥ ১১ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ।

হরেবংশাংশানাং কপিল দত্ত যজ্ঞ পুত্রু ঋষভাদীনাং জন্ম যতন্তস্য ॥ ৬ ॥
 বাসুদেবস্য কলয়া কলারূপেণ বিষ্ণুনা যা জগতো রক্ষা তস্তাং ক্রিয়ায়াং স্থিতৌ ॥ ৭ ॥
 তয়োর্জায়য়োর্মধ্যে ॥ ৮ ॥ সুরুচেঃ পুত্রমুত্তমসংজ্ঞং ॥ ৯ । ১০ ॥
 ধির্ক্যামাসনং যস্যগ্রাং নৃপাত্মজোপি যং ময়া কুক্ষৌ ন গৃহীতঃ । অঃ বালোসাতএব নাত্মানমিত্যাদি ॥ ১১ ॥

হে কুরুবংশাবতংশ ! অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রের বংশ কীর্তন করি শ্রবণ কর । ঐ মনুর কীর্তি অতিশয় পবিত্র, যে হেতু ভগবান্ হরির অংশ যে ব্রহ্মা তাঁহার অংশ অর্থাৎ দেহার্দ্ধ হইতে তাঁহার জন্ম হয় ॥ ৬ ॥

উক্ত স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপার পতি, তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উভানপাদ নামে দুই পুত্র হয়, ভগবান্ বাসুদেবের অংশে তাঁহাদের জন্ম, অতএব দুই জনেই জগতের রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৭ ॥

ঐ দুই মনুপুত্রের মধ্যে উভানপাদ দুইটী দ্বার পরিগ্রহ করেন, তাহাদের নাম স্থনীতি ও সুরুচি, তন্মধ্যে সুরুচি পতির অতিশয় প্রেয়সী হয়েন, স্থনীতি তদ্রূপ হইতে পারেন নাই, তাঁহারই পুত্র ধ্রুব ॥ ৮ ॥

একদা রাজা উভানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া লালন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া স্থনীতি পুত্র ধ্রুবও পিতার উৎসঙ্গে আরোহণ করিতে বাঞ্ছা করিলেন, কিন্তু রাজা কোলে লওয়া দূরে থাকুক বাক্য দ্বারাও তাঁহাকে অভিনন্দনা করিলেন না ॥ ৯ ॥

সে সময় সুরুচি রাজাসনে অধ্যাসীনা ছিলেন, সপত্নী তনয় ধ্রুবকে পিতৃক্রোড়ে আরোহণার্থ ইচ্ছুক দেখিয়া অতিশয় গর্বিতা হইয়া রাজার সমক্ষেই ঈর্ষা প্রকাশ পূর্বক বলিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ওরে ধ্রুব ! তুই রাজপুত্র হইলেও নৃপতির আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহিস্, যে হেতু আমি তোরে গর্ভে ধারণ করি নাই, তুই বালক আপনি যে রাজার অন্ত্র স্ত্রীর গর্ভে জন্মায়াছিস্, নিশ্চয় তাহা জানিস্ না, তাহাতেই এই দুর্লভ বিষয়ে অভিলাষ করিতেছিস্ ॥ ১১ ॥

তপসারাদ্য পুরুষং তশ্চৈবাসুগ্রহেণ মে । গৰ্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদিচ্ছসি নৃপাসনং ॥ ১২ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥

মাতুঃ সপত্ন্যাঃ স্তম্ভরুস্ত্রিবিদ্ধাঃ শ্বশনু রুধা দগুহতো যথাহিঃ ।

হিত্বা মিস্ত্রং পিতরং সন্নবাচং জগাম মাতুঃ স রুদন্ সকাশং ॥ ১৩ ॥

তং নিশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরৌষ্ঠং স্তনীতিরুৎসঙ্গমুদুহ্য বালং ।

নিশম্য তৎ পৌরমুখান্নিতান্তং সা বিব্যথে যদগদিতং সপত্ন্যাঃ ॥ ১৪ ॥

সোৎসৃজ্য ধৈর্য্যং বিললাপ শোকদাবাগ্নিনা দাবলতেব বালা ।

বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সরোজশ্রিয়া দৃশা বাস্পকলামুবাহ ॥ ১৫ ॥

ঐধরস্বামী ।

পুরুষমীশ্বরং ॥ ১২ ॥

মিস্ত্রং পশুস্তং সন্নবাচং কুষ্ঠিতবাচং ॥ ১৩ ॥

উদুহ্য আরোপ্য অন্তঃপুরজনমুখাৎ শ্রদ্ধা ॥ ১৪ ॥

শোক এব দাবাগ্নিস্তেন দাবাগ্নি গতা লতেব হিতা সা বালা বিলাপঙ্ককার ॥ ১৫ ॥

ঐবিখনাথচক্রবর্তী ।

পুরুষমারাদ্যেতি ভক্তমনোয়ং রাজঃ সন্নিধৌ নতু বস্তুতো হরিভক্তেরং । স্বমাত্মানং মম গৰ্ভে সাধয়েতি সংপ্রত্যেব ত্রিচতু
রৈঃ পক্ষযৈববা ব্রতৈর্মদগত্ব প্রাপ্তি সাধনৈর্হরিং সংতোষ্য ত্বং শীঘ্রং শ্রিয়স্ব । স্বমাতরমহং রুদতীং পশ্চেষ্মমিত্যেবং তবচ মম চ
সুখং ভবত্বিত্তি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

মিস্ত্রং পশুস্তং সন্নবাচং স্ত্রেশ্বাৎ কুষ্ঠিতবাচং ॥ ১৩ ॥

উদুহ্য আরোপ্য ॥ ১৪ ॥

দাবলতা বনলতা ॥ ১৫ ॥

অরে ! যদি রাজাসনে আরোহণের বাসনা থাকে তবে এক কর্ম কর, তপস্যা দ্বারা পরম পুরুষ
ভগবানের আরাধনা কর এবং তাঁহার অনুগ্রহে আমার গৰ্ভে আসিয়া জন্ম লও ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর ! বিমাতার এই প্রকার দুৰুক্তি রূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া দগুহত সর্পের
শ্রায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন, পিতা দেখিতেছিলেন তথাচ কোন কথা
কহিতে পারিলেন না, তাঁহার যেন বাক্য রোধ হইল । অতএব ধ্রুব পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া রোদন
করিতে করিতে জননী সন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বালক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, বাস্প বশতঃ তাহার অধরৌষ্ঠ বারম্বার স্ফুরিত
হইতেছে, দেখিয়াই স্তনীতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন, পরে সপত্নী যে সকল দুর্বাক্য বলিয়াছে, সে
সকল কথা যখন অন্তঃপুরস্থ লোকদিগের মুখে শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ সাতিশয়
ব্যথিত হইল ॥ ১৪ ॥

শোক রূপ দাবানল প্রজ্বলিত হওয়াতে দাবাগ্নি গতা বন লতার শ্রায় পরিপ্লান হইয়া ধৈর্য্য বিসর্জন
পূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন । সপত্নীর বাক্য স্মরণ হওয়াতে তাঁহার কমল তুল্য স্রশোভন
লোচন হইতে বাস্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনশ্চ পারমপশ্যতী বালকমাহ বালা ।

নামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা ভুঙ্ক্তে জনো যৎ পরদুঃখদস্তং ॥ ১৬ ॥

সত্যং সুরূচ্যাভিহিতং ভবাম্মে যদুর্ভগায়া উদরে গৃহীতঃ ।

স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং ভার্য্যোতি বা বোচুমিড়ম্পতি মীং ॥ ১৭ ॥

আতিষ্ঠ ততাত বিমংসরস্তমুক্তং সমাত্রাপি যদব্যালীকং ।

আরাধয়াধোক্ষপাদপদ্মং যদীচ্ছনেহধ্যাসনমুত্তমো যথা ॥ ১৮ ॥

যশ্চাজ্জি পদ্মং পরিচর্য্য বিশ্ববিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ ।

প্রাধরসানী ।

বৃজিনশ্চ দুঃখশ্চ অমঙ্গলং অপরাধং পরেষু মা মংস্থাঃ যদ্যতঃ পরেভ্যো যোদুঃখং দদাতি স স্বদত্তমেব দুঃখং ভুঙ্ক্তে ॥ ১৬ ॥

দুর্ভগয়া ময়া উদরে গৃহীতঃ তস্তা এব স্তন্যেন বৃদ্ধঃ । দুর্ভগবমেবাহ যাং মাং ইড়ম্পতি ভূপতি ভার্য্যোতি বোচুং স্বীকর্তুঃ বিলজ্জতে বাশঙ্কাদাসীত্যপি ॥ ১৭ ॥

পিতৃভার্য্যাভ্যে ন সমাতা মাতুঃ সপত্নী তয়া যজ্ঞকং তপসারাধ্য পুরুষমিত্যাदि তদাতিষ্ঠ কুরু অধ্যাসনং যদীচ্ছসি ॥ ১৮ ॥

পরিচর্য্য নিষেব্য বিশ্বস্ত বিভাবনায় পালনায় আত্মা স্বীকৃত্য গুণাভিপত্তিঃ সত্তগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্ত জিত আত্মা মনঃ শ্বসনঃ

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

বা বোচুমিতি চিৎসুখ পুণ্যারণ্যে । বাচা উচুং বক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

যশ্চাজ্জীতি । পরিচর্য্য নিষেব্য আত্মা সান্নিধ্য মাংএবাপকৃত্য গুণাভিপত্তি গুণসাম্যং প্রকৃতি যেন তস্য বন্দ্যমিত্যত্র

প্রাধরসানীচক্রবর্তী ।

অমঙ্গলং দোষং বিমাত্রে মা দেহি প্রাচীন স্বকৃত হকৃত ফলমেব অমম্বভূরিত্যাহ যদ্যতঃ পরেভ্যো দুঃখং দদাতি যঃ স স্বদত্ত মেব ভুঙ্ক্তে ॥ ১৬ ॥

গৃহীতঃ ধৃতঃ দুর্ভগবমেবাহ । যাং মানিড়ম্পতি ভূপতিভার্য্যোতি বোচুং ইয়ং মে ভার্য্যা ভবতীতি বুদ্ধ্যা যো মজ্ঞক্ষণপালনভার স্তং বোচুং লজ্জতে । স্বস্থানহরুপতা মননেতি ভাবঃ । বাশঙ্কাদাসীতি ভাবমপি ॥ ১৭ ॥

মাত্রা সমা সমাতা তয়া বিমাত্রাপি ওদ্রমভিলষন্ত্যাপি যজ্ঞকং তৎ আতিষ্ঠ কুরু । অব্যালীকং তদপি প্রিয়ং নভবতি । নহি হরি ভজ্ঞনং কস্যাপ্যপ্রিয়মতো বিমংসর স্তম্যঃ ধেষঃ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ । মম রোদনমাজ্ঞম বিধাত্রা ললাটে লিখিতমেব তবতু স্তম্ভং ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নহু কিং হরিমারাধ্য তস্তাঃ পাপীয়স্যাঃ গর্ত্তঃ প্রবেক্ষ্যামীতি তত্র সা বরাকী খলু কা তন্যাঃ কিঙ্করস্বংপিভৈব বরাকো

স্বনীতি বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কোন রূপেই দুঃখের পার দেখিতে পাইলেন না, অতএব বালককে সস্নেহ সন্মোদন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এ বিষয়ে অন্যের অপরাধ মনে করিও না, যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দেয়, সে আপনার প্রদত্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

দুঃখরূচি সত্যই বলিয়াছে আমি দুর্ভগাই বটী, তুমি আমার গর্ত্তে ধৃত এবং আমার স্তন্য দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ, ইহাতে কি প্রকারে রাজাসন পাইবার যোগ্য হইবে? বাছা! আমি এমন দুর্ভাগা যে আমাকে ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জা বোধ হয় ॥ ১৭ ॥

বৎস! তোমার বিমাতা যাহা বলিয়াছেন “তপশ্চা দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা কর ইত্যাদি” তাহা যথার্থ, যদি তোমার বৈমাত্রেয় উত্তমের তুল্য রাজাসন আরোহণের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ অধোক্ষজের পাদপদ্ম আরাধনা কর ॥ ১৮ ॥

বাছা! সেই ভগবান্ পরম পুরুষ বিশ্বপালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করেন,

অজোহৃদ্যতিষ্ঠৎ খলু পারমেষ্ঠ্যং পদং জিতাশ্রমসনাভিবন্দ্যং ॥ ১৯ ॥

তথা মনুর্কো ভগবান্ পিতামহো যমেকমত্যা পুরু দক্ষিণৈর্মথৈঃ ।

ইষ্টাভিপেদে ছুর্বাপমন্ততো ভৌমঃ স্ত্বং দিব্যমথাপবর্গ্যং ॥ ২০ ॥

তমেব বৎসাশ্রয় ভূত্যবৎসলং মুমুক্শুভির্মৃগ্য পদাজ্জপদ্ধতিং ।

অনন্যভাবে নিজধর্মভাবিতে মনস্তবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষং ॥ ২১ ॥

নাত্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদুঃখচ্ছিদন্তে মৃগয়ামি কঞ্চন ।

ঐধরস্বামী

প্রাগশ্চ যৈস্তৈরভিবন্দ্যং ॥ ১৯ ॥

একমত্যা সর্বাস্তর্যামি দৃষ্ট্যা ॥ ২০ ॥

মৃগা পদাজ্জয়োঃ পদ্ধতিমার্গো বস্য তমেবাস্রয় শরণং ব্রজ । ভূতো ভজস্ব নান্যস্মিন্ ভাবো বস্য তস্মিন্ নিজধর্মভাবিতে শোধিতে ॥ ২১ ॥

তমেবেত্যনেন সূচিতং সর্বোত্তমস্বং প্রাপঞ্চয়তি নান্যমিতি । হস্তেন গৃহীতং দীপবৎ পদ্মং যয়া ইতরৈ ব্রহ্মাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

পদ্যমিতি সম্বন্ধ সম্মত পাঠান্তরং ॥ ১৯ । ২০ । ২১ ॥

শ্রিয়া জগদধিষ্ঠাত্র্যা হস্তগৃহীতপদ্ময়েতি তল্লোচন সাম্যোনাধিকতক্রচেষ্টে । সর্ব সংপত্তি নিধানেন তেন পদ্মেন সেবাভি-
লাষায়া ॥ ২২ ॥

ঐবিখণাথচক্রবর্তী ।

দীনবুদ্ধিঃ ব্রহ্মপদাদপুংকৃষ্টং পদং প্রাপ্তুং পারমিষ্যসি তদিতঃ শীঘ্রং ব্রজ হরিং ভজ মাণিবীদেত্যাহ যন্তেতি চতুর্ভিঃ বিশ্বস্ত
বিভাবনায় পালনায় আত্মা স্বীকৃতা গুণাভিপত্তিঃ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্ত জিতাশ্রমসনৈ বিজিত মনঃ প্রাণৈর্যোগিভি-
রভিবন্দ্যং ॥ ১৯ ॥ একমত্যা একাগ্রবুদ্ধ্যা ॥ ২০ ॥

ভূত্যবৎসলমিতি মদ্বিধমাতৃকোটোপি স্বয়ি ভূত্যে তস্য বাৎসল্য মুদেযাত্যতো হুঃখগন্ধমপি ন প্রাপ্যাতীতি ভাবঃ । যঃ
স্বমাস্রমিষ্যসি তস্ত পদাজ্জয়োঃ পদ্ধতি মার্গেব মুমুক্শুভির্মৃগ্যতে নতু সা তৈরপি স্থলভা ইতি ভাবঃ । আশ্রিত্যচ ন অতস্মিন্ ভাব
আসক্তি র্যস্ত তাদৃশে মনসি পঞ্চবার্ষিকস্ত তে কন্দানধিকারং নিজধর্মৈর্ভক্তিধর্মৈর্ ভাবিতে শোধিতে মনসি পুরুষং অবস্থাপ্য
ভজস্ব ॥ ২১ ॥

সুখারাদ্যস্তাপি দেবতাস্তরস্ত নম্বর ফলদায়িত্বাস্বদুঃখঃ নিমূলয়িতুমসমর্থস্ত ভজনং পরিণাম দর্শিন্যহং ত্বাং নোপদিশামীত্যাহ

তঁহার মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব, ব্রহ্মা তঁহারই পাদপদ্ম পরিচর্যা করিয়া পারমেষ্ঠ্য পদে অধিষ্ঠিত
হইয়াছেন, মনঃ ও প্রাণের জয়কারি যোগিগণ যে চরণের সতত বন্দনা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তথা তোমার পিতামহ ভগবান্ মনু তঁাহাকেই সর্বাস্তর্যামী জানিয়া প্রচুর দক্ষিণা বিশিষ্ট যজ্ঞ
দ্বারা অর্চনা করিতেন, তাহাতে তঁহার অস্ত্র দুর্লভ দিব্য ও ভৌম স্ত্ব এবং অন্তে অপবর্গ প্রাপ্তি
হয় ॥ ২০ ॥

অতএব হে বৎস ! তুমি তঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তিনি ভক্তবৎসল, মোক্ষাকাঙ্ক্ষি পুরুষ সকল
তঁহারই পাদপদ্মের পদ্ধতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন । তদনন্তর অন্ত্রভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজধর্ম
দ্বারা শোধিত চিত্তে সংস্থাপন পূর্বক তঁহারই উপাসনা করিও ॥ ২১ ॥

বৎস ! সেই পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহা হইতে তোমার হুঃখ বিনাশের সম্ভাবনা
দেখি না, কিন্তু তঁহার দর্শন পাওয়া অতি দুর্লভ । হে তাত ! ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার অনুসন্ধান

যো যুগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমুগ্যমাণয়া ॥ ২২ ॥

এবং সংজ্ঞিতং মাতুরাকর্ণার্থাগমং বচঃ । সংনিযম্যাত্মনাত্মনং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ ।

নারদস্তদুপাকর্ণ্য জাহ্না চান্দ্র চিকীর্ষিতং । স্পৃষ্টা মূর্দ্ধন্যঘনেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ ॥ ২৩ ॥

অহোতেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমুঘ্যতাং । বালোপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎ সমাতুরসদ্বচঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ॥

নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানং চাপি পুত্রক । লক্ষ্যামঃ কুমারশ্চ সন্তশ্চ ক্রীড়নাদিযু ॥ ২৪ ॥

বিকল্পে বিদ্যমানেপি নহ্মসন্তোষহেতবঃ । পুংসোমোহমুতে ভিন্না যল্লোকে নিজকর্ম্মভিঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাপদামী ।

সংজ্ঞিতং বিলাপং । অতোহর্থসাংগমো যস্মাৎ তথাভূতং বচশ্চাকর্ণ্য ॥ ২৩ ॥ বিস্মিত ইত্যুক্তং তদেবাহ অহোতেজঃ প্রভাবঃ ॥ ২৪ ॥

বিকল্পে মানাপমান বিবেকে সত্যপি ভিন্না ন সন্তি কিন্তু মোহকল্পিতা এব ত ইত্যর্থঃ । কৃতঃ যৎসুখং দুঃখং বা তন্নিজ কর্ম্ম-
ভিরেব ভবতি যতঃ ॥ ২৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

নারদো যদৃচ্ছয়ৈবাগতঃ সন্নিসি জ্ঞেয়ং ॥ ২৩ ॥

অহো ইতি স্বগতং বাক্যং । উবাচেতাগ্রে ক্ষুটোক্তিত্যাপনাৎ । তেজঃ পরিভবেচ্ছা ॥ ২৪ ॥

বিকল্পে বিদ্যমানেপি অসন্তোষহেতবো মোহমুতে ন সন্তীত্যেব । যতো অমী মোহাদভিন্নাঃ । যচ্চ সুখং দুঃখং কর্ম্মভি-
রিতি লোকে ক্ষয়তে তত্রচ পক্ষে তানি মোহমুতে নসন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ঐবিষয়নাথচক্রবর্তী ।

নাভ্যমিতি পদ্বপলাশেতি তস্য দৃষ্টিপাতেনৈব তপ্তস্বং শীতলী ভবিষ্যতীতি ভাবঃ । হস্তে গৃহীতং দীপবৎ পদ্মং যস্মা ইতরৈব্রজ্ঞা-
দিভিঃ ॥ ২২ ॥ প্রাহ স্বগতং ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

বিকল্পো ভেদ স্তম্বিন্ বিদ্যমানেহপীতি জ্ঞান যোগিনাং তাবদ্বিকল্পোনাস্ত্যেবেতি কোবাহসন্তোষঃ কে বা তস্য হেতবঃ ।
ভক্তিযোগিনাং কর্ম্মযোগিনাং বিকল্পোবিদ্যত এবেতি বিদ্যমানেপি বিকল্পে পুংসোমোহঃ বিনা অসন্তোষস্য হেতবোহবমানাদয়-
স্তৎকর্ত্তারশ্চ ভিন্না ন সন্তি কিন্তু মোহ এবৈত্যর্থঃ । যদ্যস্মাল্লোকে সর্বত্র নিজ কর্ম্মভিরেবাশুভৈরসন্তোষ হেতবোহবমানাদয়ঃ
তৎ কর্ত্তারশ্চ ভবন্তীত্যাত্মনং বিনা কঠৈ নোষোদেয় ইত্যতএব বিবেকিনো ভক্তাঃ কর্ম্মিণশ্চ কেচিন্মিৎসরা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

করেন সেই লক্ষ্মী আপনার হস্তে দীপ তুল্য কমল লইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

জননীর এই প্রকার বিলাপ এবং অর্থসাধক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্রুব মনোদ্বারা মনঃ সংযমন পূর্বক
পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলেন । যখন এই বিষয়ের সম্বাদ নারদের অগোচর হইল, তখন তিনি ধ্যান
যোগে ধ্রুবের মানস জানিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখানে আগমন করিলেন এবং যে হস্ত সংস্পর্শে পাপ
রাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই হস্ত দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া মনে মনে বিস্ময় বচনে কহিতে
লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

অহো! ক্ষত্রিয়দিগের কি প্রভাব! ইহারা কিঞ্চিন্মাত্র মানভঙ্গ সহ্য করিতে পারে না, এ
বালক হইয়াও বিমাতার সেই অসদ্বাক্য এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছে, তাহাতেই ইহার এরূপ
নির্ব্বন্ধ । অনন্তর দেবর্ষি প্রকাশ করিয়া ধ্রুবকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, বৎস! এখন তুমি বালক,
ক্রীড়া দিতে আসি, এখন তোমার সম্মান বা অবমান কিছুই ত আমাদের লক্ষ্য হয় না ॥ ২৪ ॥

আর যদি তোমার মানাপমানের বিবেচনা হইয়া থাকে তথাপি মোহ ভিন্ন অসন্তোষের অন্য কারণ
দেখিতে পাই না, যে হেতু, লোকে সুখ অথবা দুঃখ যে কিছু হয়, কর্ম্মই তাহার বীজ ॥ ২৫ ॥

পরিতুষ্টোভতস্তাত তাবন্মাত্রেণ পুরুষঃ । দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যশ্বরগতিং বুধঃ ॥ ২৬ ॥
 অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুহুংসসি । যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং ছুরারাদ্যো মতোমম ॥ ২৭ ॥
 মুনয়ঃ পদবীং যশ্চ নিঃসঙ্গেনোরু জন্মভিঃ । ন বিহুর্য়গন্তোপি তীত্রযোগনমাধিনা ॥ ২৮ ॥
 অতোনিবর্ততামেষ নির্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ । যতিয্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে ॥ ২৯ ॥
 যশ্চ যদৈনবিহিতং স তেন সূখদুঃখয়োঃ । আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমুচ্ছতি ॥ ৩০ ॥

ঈশ্বরসান্নী ।

উপশমোপদেশেন নিবর্তয়তি পরিতুষ্টোদিতি ষড়্ভিঃ । ঈশ্বরগতিং বীক্ষ্য ঈশ্বরানুকূল্যং বিনা নোদ্যমাঃ ফলহেতব ইতি
 জ্ঞাত্বা ॥ ২৬ ॥
 হুঙ্করশ্চ তবায়মুদ্যম ইত্যাহ অথেতি দ্বাভ্যাং । যশ্চ প্রসাদমেব রোদ্ধুং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৭ ॥
 নিঃ সঙ্গেন তীত্রযোগযুক্তেন সমাধিনা যুগন্তোপি যশ্চ পদবীং মার্গঃ নবিহুঃ স দেবো ছুরাবাদ্য ইতি পূর্বেণৈবায়ম্ ॥ ২৮ ॥
 শ্রেয়সাং কালে বৃদ্ধত্বে ॥ ২৯ ॥
 সূখদুঃখয়ো মধ্যো সূখে সতি পুণ্যং ক্ষীয়তে দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়ত ইত্যাত্মানং তোষয়ন্ তমসঃ পারং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

যত্র ফলপ্রাপকং দৈবং তত্রৈবেশ্বরানুকূল্যং ভবতীতি দৈবোপসাদিতেনৈব পরিতুষ্টোদিতি ভাবঃ । দৈবগীশ্বরোবা ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮
 অত ইতি । বাস্তবার্থে । নির্নিশ্চিতং ফলং যত্র তথাভূতএব সন্নিবর্ততাং । কালে প্রাপ্তাবসর এবাশ্বিন্ । যতিয্যতীতি
 বর্তমানসামীপ্যে ॥ ২৯ ॥ যসোতি । নিষ্কাম কৰ্ম্মাপাতাদিকারী ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাগচক্রবর্তী ।

যস্মাদেবং তস্মাদ্ভবেন প্রাচীন নিজকৰ্ম্মণা উপসাদিতং প্রাপিতং যাবৎ যৎ প্রমাণকং সূখং দুঃখং বা তাবন্মাত্রেণ পরিতুষ্টোৎ ।
 বিধেकेन সোপাজ্জিত বুদ্ধোতি ভাবঃ । তচ্চ ঈশ্বরগতং বীক্ষ্য ঈশ্বরপ্রেরিতমেব কৰ্ম্ম ফলতীতি জ্ঞাত্বোত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
 তব তু প্রারিস্কতোহয়মুদ্যমোহতি কঠিন ইত্যাহ অথেতি । অবরোদ্ধুং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥
 শ্রেয়সাং কালে বয়সোবৃদ্ধত্বে ॥ ২৯ ॥
 সূখ দুঃখয়ো মধ্যো তেন সূখেন দুঃখেন বা তোষয়ন্ সূখে সতি পুণ্যং ক্ষীয়তে দুঃখে সতি পাপং ক্ষীয়তে ইতি বুদ্ধোত্যর্থঃ ।
 তমসঃ সংসারাৎ ॥ ৩০ ॥

অতএব হে তাত ! ঈশ্বরের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরানুকূল্য ব্যতিরেকে কোন উদ্যম
 ফলদ হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া দৈববশতঃ যাহা উপস্থিত হয় তাবন্মাত্রেই পরিতুষ্ট হওয়া উচিত ॥ ২৬ ॥
 বৎস ! তোমার এ উদ্যম অতি হুঙ্কর, তুমি আপন জননীর উপদিষ্ট যোগ দ্বারা যাহার প্রসাদ
 প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ, তিনি পুরুষমাত্রেয় অতিশয় ছুরারাদ্য ॥ ২৭ ॥

মুনিগণ নিঃসঙ্গ এবং তীত্র যোগ দ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও বহু জন্মে তাঁহার বস্তু জানিতে পারেন
 না ॥ ২৮ ॥

এই কারণে তাঁহার আরাধনা অতি কঠিন, অতএব তুমি এই নিষ্ফল আগ্রহ পরিত্যাগ কর,
 যখন তোমার নিঃশ্রেয়সের কাল অর্থাৎ বৃদ্ধত্ব উপস্থিত হইবে তখন এ বিষয়ের নিমিত্ত যত্ন করিও ॥ ২৯ ॥

বৎস ! যাহার প্রতি দৈব যাহা বিধান করিয়াছেন সে ব্যক্তির তাহাতেই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখা
 উচিত হয়, অর্থাৎ অদৃষ্ট বশতঃ সূখ উপস্থিত হইলে মনে করা উচিত, আমার পুণ্য ক্ষয় হইতেছে,
 দুঃখ উপস্থিত হইলে এই মনে করিতে হয়, আমার পাপ ক্ষয় হইতেছে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া
 আত্মাতে সন্তোষ জন্মাইবে এই রূপ করিলেই দেহী মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩০ ॥

গুণাধিকাম্মুদং লিপ্সেদনুক্ৰোশং গুণাধমাং । মৈত্রীং সমান্দদমিচ্ছেন্নতাপৈরভিভূয়তে ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥

সোহয়ং শমো ভগবতা স্তথ দুঃখহতাজানাং । দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দর্শোহস্মদ্বিধৈস্ত যঃ ॥ ৩১ ॥

অথাপিহ মে বিনীতস্য ক্ষাত্রং বোরমুপেয়ুযঃ । সুরচ্যা দুর্ব্বচো বাগৈর্নভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥ ৩২ ॥

পদং ত্রিভুবনোংকুষ্ঠং জিগীষোঃ সাধু বজ্র' মে । ক্রহস্মৎ পিতৃভির্ব্রহ্মস্মৈরপ্যনধিষ্ঠিতং ॥ ৩৩ ॥

শ্রীপরমহংসী ।

কিঞ্চ গুণৈরধিকাং পুংস ইতি ল্যবোপে পঞ্চমী । তং দৃষ্ট্বা শ্রীতিং কুর্যাৎ নত্বস্ম্যামিত্যর্থঃ । অনুক্ৰোশং কৃপাং লিপ্সেৎ নতু তিরস্কারং সমানাং মৈত্রীং নতু স্পর্ধাং ॥ ৩১ ॥

ক্ষাত্রং স্বভাবং প্রাপ্তবতঃ । অতএবাবিনীতস্য দুর্ব্বাক্যবাগৈর্ভিন্নে হৃদি ন শ্রয়তে ন তিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥

অত্শৈরনধিষ্ঠিতং ত্রিভুবনে উংকুষ্ঠং পদং জেতুমিচ্ছোমে' সাধু বজ্র'মার্গং ক্রহি ॥ ৩৩ ॥

ক্ৰমসন্দর্ভঃ ।

অস্মদ্বিধৈর্ঘো দুর্দর্শঃ সোপি যদ্যপি কৃপয়া দর্শিতঃ ॥ ৩১ ॥

অথাপি তথাপি ॥ ৩২ । ৩৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ।

কিঞ্চ গুণাধিকাং গুণাধিকং প্রাপ্যোতি ল্যবোপে পঞ্চমী মুদং লকুমিচ্ছেৎ নত্বস্ম্যাম্ । অনুক্রোশং কৃপাং নত্ববজ্রাং মৈত্রীং নতু স্পর্ধাং লিপ্সেদিতি যদি স্ব স্বভাবদোষানলভেৎ তদপি লকুং কাময়েতাপীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥

তয়া যদ্যপ্যনধিকারিণেপি মহ্যং কৃপয়েদমুপশমামৃতং দত্তং । অথাপি ক্ষাত্রং স্বভাবং প্রাপ্তবতো মম হৃদি ভিন্নে বিদীর্ণমুদাজন ইব ন শ্রয়তে নতিষ্ঠতীতি ব্যাজস্ততা শৌর্য্যহীনান্ দুর্ব্বলান্ ব্রাহ্মণানেবৈতদুপশমামৃতং পায়য় । মমতু মহাঘোর শৌর্য্যবতঃ ক্ষত্রিয়কুমারস্য নাত্র দৃষ্ট্রিপি পততীতি ব্যঞ্জিতং ॥ ৩২ ॥

তর্হিৎ কিমিচ্ছসীত্যত আহ পদমিতি ত্রিভুবনোংকুষ্ঠংপি অস্মৎ পিতৃভিরিতি যো নামবসন্যতেস্ম তেন সুরচ্যে: পত্যা উত্তানপাদেন তংপিত্রা মনুনা তংপিত্রা ব্রহ্মণাপি অনৈরপি ব্রহ্মণ: পুত্রপৌত্রাদিভিঃ অনধিষ্ঠিতমপ্রাপ্তং পদং জিগীষোঃ স্বীচিকীর্ষোর্বজ্র' ক্রহীতি স্বঃ তাবদ্বজ্র'মাত্রমুপদিশন্নচিরৈব তদ্বিজয়ে কিঞ্চন শৌর্য্যং মে পশ্যোতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

অপর যে ব্যক্তি গুণাধিক পুরুষকে দেখিয়া প্রীতি করে কদাচ অসূয়া করে না এবং গুণাধম ব্যক্তির প্রতি দয়া করে, তাহাকে তিরস্কার বা অপমান করে না এবং সমান লোকের সহিত মিত্রতা করে, স্পর্ধা করে না, তাহাকে কখন সম্ভাপে অভিভূত হইতে হয় না । দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, প্রভো ! স্তথ দুঃখে হতাজ পুরুষদিগের এই যে শম আপনি কৃপা করিয়া প্রদর্শন করাইলেন ইহা আমার তুল্য ব্যক্তিদের দুর্দর্শ, মত ॥ ৩১ ॥

কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় স্বভাব প্রাপ্ত হওয়াতে দুর্ব্বিনীত হইয়াছি এবং সুরচির দুর্ব্বাক্য রূপ বাণ দ্বারা আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই বিদীর্ণ হৃদয়ে ইহা স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না ॥ ৩২ ॥

প্রভো ! আমার পিতৃগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তির যেরূপে পদে কখন অধিষ্ঠান করেন নাই এবং যাহা ত্রিভুবন মধ্যে উংকুষ্ঠ, আমি সেই পদ জয় করিতে ইচ্ছা করি, তদ্বিষয়ের যাহা উত্তম বজ্র, তাহা বলিয়া দিউন ॥ ৩৩ ॥

নুনং ভবান্ ভগবতো যোহঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ । বিমুদম্ভটে বীণাং হিতায় জগতোহর্কবৎ ।
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥

ইতাদাহুতমাকর্ণ্য ভগবান্নারদস্তদা । প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্ধাক্যমনুকম্পয়া ॥ ৩৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

জনন্যাভিহিতঃ পশ্চাৎ স বৈ নিঃশ্রেয়সশ্চ তে । ভগবান্ বাসুদেবস্তং ভজ তং প্রবণাশ্রনা ।

ধর্মার্থ কাম মোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছেয় আশ্রনঃ । একং হেব হরেন্তত্র কারণং পাদসেবনং ॥ ৩৫ ॥

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়ান্তটং শুচি । পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীপরশ্রামী ।

অঙ্গজ ইতি পাঠে উৎসঙ্গাজ্জাতো যো নারদঃ স ভবান্ তত্র লিঙ্গং বিমুদম্ভট হিতায়াটতি ॥ ৩৪ ॥

নিঃশ্রেয়সস্য অভিপ্রেতার্থস্ত পশ্চাৎ কোসাবিত্যত আহ । ভগবান্ বাসুদেব এব অতস্তং ভজ ॥ ৩৫ ॥

মধুবনাখ্যং তটং গচ্ছ যত্র মধুবনে অধ্যয়নাদ্যভবেপি ॥ ৩৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

ভবান্ পরমেষ্ঠিনোহঙ্গজোপি অঙ্গজ ইতি পাঠ উৎসঙ্গাজ্জাতোপি যবীণাং বিমুদম্ভটতি তন্নুনং জগত এব হিতায়েতি ॥ ৩৪ ॥

অত্র শ্রীমৈত্রেয় উবাচেতি কচিং ইতীতি । সনির্বন্ধঃ স্বপ্নিন্ বিশ্বাসযুক্তঃ । সর্কোংকুঠ সাধন সাধ্যালিঙ্গায়ুক্তঃ । অতএব প্রীতঃ ॥ ৩৫ ॥

অতিশয় কৃপয়া সুখারাম্যোপায়মুপদিশতি । তত্তাতেতি তাতেতানুকম্পায়াং বিষয়বিধাতায় শুভাশীর্বাদঃ ভদ্রং ত ইতি নিত্যদা স্বভাবতএব । নত্বধ্যয়নাদি সাধনবশাৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী ।

মমায়ত্ত্ব মনোরথঃ সেৎসাত্যোবেত্যত্র গৃহাগ্নিক্রমা তএব ভবদর্শনমেব লিঙ্গমিত্যাহ নুনমিতি । অঙ্গজঃ সঙ্গাদাবিভূতো লোকহিতায় ভগবদবতারএব ত্বং ন কস্যাপি পুত্র ইতি ভাবঃ । অঙ্গজ ইতি পাঠে ভবান্ পরমেষ্ঠিনোহঙ্গজোপি বদ্বীনাং বিমুদম্ভটতি তজ্জগতো হিতায়ৈব ॥ ৩৪ । ৩৫ ॥

তব জনন্যা যদভিহিতং তদেব মদভিহিতং । ইমঞ্চ বিশেষমুপদিশামীত্যাহ তত্তাতেতি । মধুবনমিতি সর্কোংকুঠে সিদ্ধক্ষেত্রেণ তস্যৈব মুখ্যত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

আপনি ভগবান্ ব্রহ্মার অঙ্গজ, দিবাকরের ন্যায় জগতের হিতার্থ বীণা বাদ্য করিতে করিতে সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন । মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর ! ঋগ্বেদ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ পরম প্রীত হইলেন এবং অনুকম্পা প্রকাশ পূর্বক সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে এই সদ্ধাক্য বলিলেন ॥ ৩৪ ॥

নারদ কহিলেন বৎস ! তোমার জননী যাহা বলিয়াছেন তাহাই তোমার অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির পথ । সেই পথই ভগবান্ বাসুদেব, তুমি ভক্তিভাবে তাঁহারই ভজনা কর । হে তাত ! যে ব্যক্তি ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ রূপ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহার ঐ বিষয়ে এক হরিচরণ সেবনই কারণ, অর্থাৎ ভগবচ্চরণারবিন্দ সেবা করিলেই ঐ বাসনা পূর্ণ হয় ॥ ৩৫ ॥

অতএব হে তাত ! যমুনার পবিত্র তটে মধুবন নামে যে পুণ্যতম বন আছে, যেখানে অধ্যয়নাদির অভাবেও ভগবান্ হরি নিত্য সন্নিহিত আছেন, তথায় গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৩৬ ॥

স্নানানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে । কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ ॥ ৩৭ ॥
 প্রাণায়ামেন ত্রিব্রতা প্রাণেন্দ্রিয় মনোমলং । শঠৈ বৃন্দস্থান্ভিধ্যায়েন্নমনসা গুরুণা গুরুং ॥ ৩৮ ॥
 প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ প্রসন্ন বদনেক্ষণং । স্ননসং স্তম্ভবং চারু কপোলং সুরসুন্দরং ॥ ৩৯ ॥
 তরুণং রমণীয়ান্নমরুণৌষ্ঠেক্ষণাধরং । প্রণতাশ্রয়ণং নৃন্মং শরণ্যং করুণাধরং ॥ ৪০ ॥
 শ্রীবৎসাক্ষং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনং । শঙ্খ চক্র গদা পদ্মৈরভিব্যক্তং চতুর্ভুজং ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরনামী ।

আত্মন উচিতানি যোগ্যানি দেবতানমস্কারাদীনি কৃত্বেতি যম নিয়মা উক্তাঃ । আসন কল্পনঞ্চ কুশাদিভিঃ স্তম্ভিকাদিভিঃ ॥ ৩৭ ॥
 প্রাণেন্দ্রিয় মনসাং মলং চাক্ষুশ্যং বৃন্দস্থেতি প্রাণায়াম প্রত্যাহারৌ ধারণামাহ অভিধ্যায়েত্যাদি ষড়্ভিঃ । গুরুণা দীয়েণ মনসা
 গুরুং শ্রীহরিং ॥ ৩৮ ॥

সুরেষু সুন্দরং ॥ ৩৯ ॥

রমণীয়াত্তদানি বস্ত্র ওষ্ঠশ্চ দীক্ষণাচ দীক্ষণং ওষ্ঠেক্ষণে অরুণে ওষ্ঠেক্ষণে ধারয়তীতি তথা তং অরুণং ওষ্ঠমীক্ষণঞ্চ ধারয়তীতি
 বা । নৃন্মং সুখকরং যদা নৃন্মং ধনং সর্বপুরুষার্থনিধিমিতার্থঃ ॥ ৪০ ॥

পুরুষং পুরুষলক্ষণযুক্তং ॥ ৪১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

স্নাত্তেতাষ্টকং ॥ ৩৭ ॥

গুরুণামিতি চিংসুখঃ হ্রস্পছান্দসঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

ওষ্ঠমুপরি অধস্তধরস্তাং নৃন্মামিতি ছান্দসঃ ॥ ৪০ ॥

পুরুষং পুরুষস্য ভগবতো লক্ষণে- নাবিতমিতার্থঃ । শঙ্খাদিভিঃ সর্বত্র বিখ্যাতাশ্চহারৌ ভূজা যস্য তং ॥ ৪১ । ৪২ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তী ।

অধায়নাদ্যভাবোপ্যাশ্রয় উচিতানি যোগ্যানি দেবতা নমস্কারাদীনি ॥ ৩৭ ॥

ত্রিব্রতা রেচক পুরক কুস্তকান্নকেন গুরুণা বিশুদ্ধত্বাৎ শ্রেষ্ঠেন ॥ ৩৮ ॥

সুরেভ্যোপি সুন্দরং ॥ ৩৯ ॥

উপর্ধ্যাধঃ স্থিতৌ দন্তচ্ছদাবোষ্ঠাধরাবুচোক্তে প্রণতানাং আশ্রয়ণং নৃন্মং তেষাং ধনরূপং ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

বৎস ! সে খানে গিয়া কালিন্দীর পুণ্য সলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে এবং আপনার কর্তব্য দেব
 নমস্কারাদি কর্ম করিয়া কুশাদি ও স্তম্ভিকাদি দ্বারা আসন বিরচন পূর্বক উপবেশন করিবে ॥ ৩৭ ॥

পরে রেচক পুরক কুস্তক রূপ ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিয়া তদ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাক্ষুশ্য
 নিবারণ করিয়া স্থির মনে পরম গুরু ভগবান্ হরির ধ্যান করিও ॥ ৩৮ ॥

বৎস ! ভগবান্ হরি দেবগণ মধ্যে পরম সুন্দর, তাঁহার নাসিকা এবং ক্রী যুগল পরম রমণীয়,
 কপোল মনোহর, বদন ও নয়ন সর্বদাই প্রসন্ন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন প্রসন্ন হইবার
 নিমিত্ত অভিমুখ হইতেছেন ॥ ৩৯ ॥

তাঁহার অঙ্গ সকল রমণীয়, ওষ্ঠ এবং চক্ষুঃ অরুণ বর্ণ । তিনি স্বয়ং তরুণ, প্রণত জনের আশ্রয়
 দাতা, সকলের সুখ কর, শরণাগত রক্ষক এবং দয়ার সাগর ॥ ৪০ ॥

আর তিনি শ্রীবৎসলাঙ্ঘিত, ঘনশ্যাম, পুরুষলক্ষণ যুক্ত, বনমালাধারী এবং তাঁহার বাহু চতুষ্টয়
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সর্বদা শোভমান ॥ ৪১ ॥

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ুর বলয়ান্বিতং । কৌস্তভভরণগ্রীবাং পীতকৌশেয়বাসসং ॥ ৪২ ॥
 কাঞ্চীকলাপপর্যাস্তং লসং কাঞ্চন নুপুরং । দর্শনীরতমং শাস্ত্রং মনোনয়নবর্দ্ধনং ॥ ৪৩ ॥
 পদ্ম্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চতাং । হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিক্যাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতং ॥ ৪৪ ॥
 স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনং । নিয়তে নৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভং ॥ ৪৫ ॥
 এবং ভগবতো রূপং স্তভদ্রং ধ্যায়তো মনঃ । নিবৃত্ত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ততে ॥ ৪৬ ॥
 জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রয়তাং মে নৃপাত্মজ । যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশুতি খেচরান্ ।

শ্রীধরস্বামী ।

কৌস্তভভরণং গ্রীবা যন্ত ॥ ৪২ ॥

কাঞ্চীকলাপেন পর্যাস্তং পরিবেষ্টিতং মনো নয়নয়োর্বর্দ্ধনং হর্ষকরং ॥ ৪৩ ॥

হৃৎপদ্ম কর্ণিকায়া ধিক্যং মধ্যস্থানং তদাক্রম্য সমর্চতামাত্মনি মনসি স্থিতং ॥ ৪৪ ॥

ধ্যানমাহ স্ময়মানমিতি । নিয়তেন প্রাপ্তকৃত্য ধারণয়া স্থস্থিরেণ অতএব একভূতেন একাগ্রেণ ধারণোক্তানি বিশেষণানি
 ধ্যানেপি দ্রষ্টব্যানি । যদ্বা যথোক্তমাত্রমেব । তদ্বক্তমেবাদশঙ্ক্যে । নাত্মানি চিন্তয়েদ্ব্যয়ঃ স্থস্থিতং ভাবয়েদ্ব্যয়মিতি ॥ ৪৫ ॥

সমাধিমাহ এবমিতি । তূর্ণং শীঘ্রং সম্পন্নং যং ॥ ৪৬ ॥

জপোমন্ত্রঃ ॥ ৪৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

কলাপনাস্তমিতি চিৎস্বথঃ ॥ ৪৩ ॥ আত্মন্যবস্থিতং মনসি ক্ষুরন্তং ॥ ৪৪ ॥ অভিধ্যায়েত্তত্ত্বৈশিষ্ট্যেন চিন্তয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ননিবর্ততে ধ্যেয়ং নত্যজতি ॥ ৪৬ ॥

প্রপঠন্ বাচিকমপি জপন্ কিমুতোপাংগু মানসং বা খেচরান্ পার্শদান্ ॥

শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী ।

কৌস্তভভরণং গ্রীবা যন্ত ॥ ৪২ ॥ কাঞ্চীকলাপেন ক্ষুদ্রবণ্টিকা সমুহেন । পর্যাস্তং পরিবেষ্টিতং ॥ ৪৩ ॥

সমর্চতাং ভক্তানাং ধিক্যং স্থানং । আত্মনি বুদ্ধৌ জীবৈচ ॥ ৪৪ ॥

নিয়তেনাসক্তেন এক ভূতেন একাগ্রেণ ॥ ৪৫ ॥

ন নিবর্ততে যোগিনো মনইব ধ্যেয়ং ন ত্যজতি ॥ ৪৬ ॥

জপোমন্ত্রঃ শ্রয়তাং দক্ষিণঃ কর্ণ আদীরতামুপদিশামীত্যর্থঃ । প্রপঠন্ বাচিকমপি জপন্ কিমুতো পাংগু মানসং বা ।

তঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ুর ও বলয়, গলদেশে কৌস্তভ মণি এবং পরিধান
 পীত কৌশেয় বসন ॥ ৪২ ॥

শ্রোণিদেহ কাঞ্চি সমূহে পরিবেষ্টিত, চরণে কাঞ্চন নুপুর দেদীপ্যমান, তিনি অতিশয় দর্শনীয় এবং
 মনঃ ও নয়নের হর্ষকারী ॥ ৪৩ ॥

বৎস ! যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অর্চনা করে, নখ রূপ মণি শ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদ্বয় দ্বারা তিনি
 তাঁহাদের হৃৎপদ্মের কর্ণিকার স্থান আক্রমণ করিয়া মনোগধ্যে স্থিতি করেন ॥ ৪৪ ॥

বৎস ! তদনন্তর পূর্বোক্ত ধারণা দ্বারা স্থস্থির এবং একাগ্র মনে বরদ শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্কে ঈষৎ
 হাস্যযুক্ত এবং অনুরাগ সহিত দর্শন কারির আয় ধ্যান করিও ॥ ৪৫ ॥

হে তাত ! এই রূপে ভগবানের স্তম্ভল রূপ ধ্যান করিলে তোমার মনঃ অচিরেই পরা নিবৃত্তি
 সম্পন্ন হইবে, আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে না ॥ ৪৬ ॥

হে নৃপনন্দন ! পরম গুহ্য যে মন্ত্র, তাহাও তোমাকে বলি শ্রবণ কর । সেই মন্ত্রের এ রূপ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

মন্ত্ৰেণানেন দেবশ্চ কুর্যাদ্ৰব্যময়ীং বুধঃ। সপৰ্য্যাং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৪৭ ॥
সলিলৈঃ শুচিভির্মলৈশ্চ বনৈশ্চ মূলফলাদিভিঃ। শস্ত্রান্ধুৱাণ্ডকৈশ্চার্চয়েত্তুল্যশ্চ। প্রিয়া প্রভুঃ ॥ ৪৮ ॥
লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চ্যাক্ষিত্যম্বাদিষু চার্চয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
'আভূতান্না মুনিঃ শান্তো যতবান্নিতবন্তভূক্ ॥ ৫০ ॥
স্বৈচ্ছাবতারচরিতৈরচিতং নিজমায়য়া। করিষ্যতুভ্যমঃশ্লোকস্তদ্ব্যায়ৈক্ দয়স্বতং ॥ ৫১ ॥

ঐদরবানী।

দ্রব্যাগোবাহ সলিলৈরিত্তি। শস্ত্রদূর্বাঙ্কুরৈঃ। বনৈরেবাণ্ডকৈঃ ভূজ্জ্বলগাদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥
অধিষ্ঠানমাহ লব্ধ্বা সংপাদ্য। দ্রব্যময়ীং শিলাদিভিঃ নির্মিতাং ॥ ৪৯ ॥
পূজা সাদগুণাহেতুনাহ সাক্ষাৎ। আভূতান্না ধৃতচিত্তঃ মিতং বন্তং ভুঙক্তে ইতি তথা ॥ ৫০ ॥
যং করিষ্যতীতি তদানীমবতার প্রাচুর্য্যভাবাৎ ॥ ৫১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অথ দক্ষিণকর্ণে রহ উপদিশতি। ওমিতি। অনেনামুপনীতায় সপ্ৰণব মহামন্ত্ৰোপদেশেন বৈষ্ণবমন্ত্ৰাণাং বিজ্ঞানাদ্যবস্থাপেক্ষাপরিহতা ॥ ৪৭। ৪৮ ॥
লব্ধ্ব্যত্যর্ককং অর্চ্যঃ শ্রীমৎপ্রতিমাং ॥ ৪৯ ॥
আভূতেতি সাক্ষ্যকং। আভূতেতি চিংহুধঃ শান্তো মিতবন্যফলাদিভূগিতি চিংহুধঃ ॥ ৫০। ৫১ ॥

শ্রীবিখ্যাপচক্রবর্তী।

খেচরান্ পার্শ্বদান্ ওমিতি অনেনামুপনীতায় সপ্ৰণব মহামন্ত্ৰোপদেশেন বৈষ্ণবমন্ত্ৰাণাং বিজ্ঞানাদ্যবস্থাপেক্ষাপরিহতা ॥ ৪৭ ॥
বন্তৈরেবাণ্ডকৈঃ ভূজ্জ্বলগাদিভিঃ ॥ ৪৮ ॥
দ্রব্যময়ীং শিলাদিনির্মিতামর্চ্যঃ প্রতিমাং প্রাপ্য তামর্চয়েৎ। পুনঃ ক্ষিত্যম্বাদিষুপি ॥ ৪৯ ॥
আভূতান্না সমাগম্য চিত্তঃ। যং করিষ্যতীতি তদানীমবতারপ্রাচুর্য্যভাবাৎ ॥ ৫০। ৫১ ॥

মাহাত্ম্য যে, সপ্তরাত্র পাঠ করিলে তৎ প্রভাবে পুরুষ খেচরদিগকে দেখিতে পায়। সেই মন্ত্ৰ এই “ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়” বৎস প্রব! দেশকালের বিভাগজ্ঞ সাধক ব্যক্তি এই মন্ত্ৰদ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদান পূর্বক ভগবানের দ্রব্যময়ী পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥

অর্থাৎ পবিত্র জল, মালা, বন্য ফল মূল, প্রশস্ত দূর্বাঙ্কুর এবং বন্ত বসন অর্থাৎ ভূজ্জ্বল ইত্যাদি, তথা প্রেয়সী তুলসী এই সকল দ্রব্য দ্বারা অর্চনা করিবে ॥ ৪৮ ॥

যদি দ্রব্যময়ী অর্চ্য অর্থাৎ শিলাদি নির্মিতা প্রতিমা প্রাপ্ত হয় তাহাতেই পূজা করিবে, অভাবতঃ মৃত্তিকা জলাদিতেও অর্চনা করিবে ॥ ৪৯ ॥

কিন্তু অর্চনা করিবার নিমিত্ত অর্চককে ধৃতচিত্ত, মননশীল, শান্ত, যতবাক্ এবং পারিণীত অথচ বন্ত ফল মূলাহারী হইতে হইবে ॥ ৫০ ॥

তদনন্তর উভয়ঃশ্লোক ভগবান্ স্বৈচ্ছাবতারের চরিত্র দ্বারা নিজ মায়া দ্বারা রচনা পূর্বক যাহা যাহা করিবেন তাহা হৃদয়ের মধ্যে কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবে ॥ ৫১ ॥

পরিচর্য্যা ভগবতো যাবত্যাঃ পূর্বসেবিতাঃ । তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুক্ত্যামন্ত্রমূর্তয়ে ॥ ৫২ ॥

এবং কায়েন মনসা বচসাচ মনোগতং । পরিচর্য্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎ পরিচর্য্যা ।

পুংসামমায়িনাং সম্যগ্ভজতাং ভাববর্দ্ধনঃ । শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ব্যাদিষু দেহিনাং ॥ ৫৩ ॥

বিরক্তশ্চেन्द्रিয়রতো ভক্তিযোগেন ভূয়সা । তং নিরন্তর ভাবেন ভজেতাক্ষা বিমুক্তয়ে ॥ ৫৪ ॥

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্যচ নৃপার্ভকঃ । যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চিতং ॥ ৫৫ ॥

ঈদমবদামি ।

পূর্বসেবিতাঃ সেবনং কারিতাঃ কার্য্যত্বেন বিহিতা ইত্যর্থঃ । মন্ত্রহৃদয়েন দ্বাদশাক্ষরেণ ॥ ৫২ ॥

এবমুক্তরীত্যা মনোগতং যথা ভবতি তথা কামাদিভি ভক্তিমৎ পরিচর্য্যা ভক্তিমত্যা পরিচর্য্যা পরিচর্য্যমাণঃ ধর্ম্মার্থ কামেষু যুদ্ধভিমতং তৎ শ্রেয়ো দিশতীতি দ্বয়োরর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

বিরক্তঃ সন্ ভজেত কিমর্থং বিমুক্তয়ে ॥ ৫৪ ॥

হরেশ্চরণাত্যাং চর্চিতং মণ্ডিতং ॥ ৫৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

পূর্বসেবিতা ইতি সেবনমাত্রানুশীলনং তচ্ছাত্র শ্রবণং ততোগিচ্ প্রয়োগাৎ পূর্বং সলিলৈরিত্যাदिনা শ্রাবিতা ইত্যর্থঃ পূর্বৈঃ সেবিতাঃ সদাচারলক্ষা ইতি বা ॥ ৫২ ॥

এবমিতি যুক্তকং । ত্রিবর্গ মাত্রসাপি দানে কারণমাহ । ভাববর্দ্ধন ইতি । তত্ত্বহুপকারেণ স্বস্বিন্ ভক্তিং বর্দ্ধয়তীতি ॥ ৫৩ ॥

অতন্তেভ্যো বিরক্তো ভজেৎ । কিমর্থং বিশিষ্টা মুক্তি ভক্তিস্তদর্থঃ ॥ ৫৪ । ৫৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তী ।

পূর্বসেবিতাঃ পূর্ব পূর্ব ভক্তিরগুষ্ঠিতাস্তা পরিচর্যাঃ গন্ধচন্দন তাম্বুল ছত্র চামরাদি বিবিধ দ্রব্যাবতী মন্ত্রহৃদয়েনৈব মূল মন্ত্রোচ্চারণেনৈব মনসা প্রকল্প্যানীতৈরেবোপচারৈরিত্যর্থঃ । বিরক্তস্য প্রস্তুত তত্ত্বদ্ব্যভাবাদিতি ভাবঃ । মন্ত্রমূর্তয়ে মন্ত্রে গৈব ধ্যাতা মুক্তি যন্ত তস্মৈ তৎ প্রসাদয়িতুং প্রযুক্ত্যাং বিদধীত ॥ ৫২ ॥

এবমুক্ত রীত্যা মনোগতং যথাস্যান্তথা কায়াদিভিভক্তিমত্যা শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তিয়ুক্তয়া পরিচর্য্যা । ধর্ম্মাদিষু মধো যদভিমতং তৎ দিশতি দদাতি ॥ ৫৩ ॥

যন্ত ইন্দ্রিয়রতো ইন্দ্রিয়রমণে ত্রিবর্গে বিরক্তঃ চকারান্মোক্ষেপি সচ নিরন্তরো জ্ঞান কর্ম্মাদি ব্যবধান শূতো ভাবো দাস্যাদি যত্র তেন । বিশিষ্টমুক্তয়ে প্রেমবৎ পার্শ্বদ্বায় ॥ ৫৪ ॥

হরেঃ প্রতিকল্পমাবির্ভাবাং শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাভ্যাং চর্চিতং ॥ ৫৫ ॥

অপর ভগবানের যত প্রকার পরিচর্যা পূর্বের কার্য্যত্ব রূপে বিহিত হইয়াছে, উল্লিখিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা তৎ সমুদায় মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিবে ॥ ৫২ ॥

বৎস ! পূর্বোক্ত রীতি ক্রমে ভগবান্কে মনোগত করিয়া কায়মনো বাক্যে ভক্তিমতী পরিচর্যা দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে অকপট উপাসকের ভাব বর্দ্ধনকারী ভগবান্ হরি দেহধারি নরের ধর্ম্মাদির অবিরোধি যে শ্রেয়ঃ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

কিন্তু যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্মৃহৃদভক্তি যোগ দ্বারা একান্ত ভাবে ভজনা করা আবশ্যক, অর্থাৎ তাহাতেই সাক্ষাৎ মুক্তি প্রাপ্তি হয় ॥ ৫৪ ॥

দেবর্ষি নারদ এই প্রকার উপদেশ করিলে নৃপনন্দন ধ্রুব তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ হরির চরণাঙ্কিত পুণ্যতম মধুবনে গমন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তপোবনং গতে তস্মিন্ প্রবিষ্টোন্তঃ পুরং মুনিঃ । অর্হিতারহণো রাজ্ঞা স্বখাসীন উবাচহ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেণ পরিশুযতা । কিম্বা ন রিষ্যতে কামো ধর্মো বার্থেন সংযুতঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীরাজোবাচ ॥

‘সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ জ্ঞৈগেনাকরুণাশ্রনা । নির্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্ কবিঃ ॥ ৫৮ ॥

অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্ মাস্বাদন্ত্যর্ভকং বৃকাঃ । শ্রান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিশ্রানমুখান্মুজং ।

অহো মে বত দৌরাভ্যং স্ত্রীজিতশ্রোপধারয় । যোহক্ষং প্রেম্না রুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দমসভমঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

ঐদরস্বামী ।

অর্হিতং সংকৃত্য সমর্পিতং অর্হণমর্ষাদি যৈশ্চ ॥ ৫৬ ॥

নরিষ্যতে ন নশ্যতীতি বিতর্কঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫৭ ॥

মাত্রা সহ নির্বাসিত ইতি তস্য অপ্যনাদৃতত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥

মাস্বাদন্তি কিং শ্রিগুণাদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

অর্হিতো অর্হণায়ৈতি চিৎসুপঃ ॥ ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ॥

মাস্বাদন্তি অর্ভকং কিং খাদেবুরেবেত্যর্থঃ নখাদন্তীতি চিৎসুপঃ ॥ ৫৯ । ৬০ ॥

ঐবিগুণাশ্রকবর্তী ।

অর্হিতং সংকৃত্য সমর্পিতমর্হণমর্ষাদি যৈশ্চ ॥ ৫৬ ॥

নরিষ্যতে ন নশ্যতি কিং বেতি সবিতর্কঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫৭ ॥

সহ মাত্রেতি তস্য অপ্যনাদৃতত্বাৎ ॥ ৫৮ । ৫৯ ॥

ক্রব তপস্কার্থ বন গমন করিলে দেবর্ষি নারদ উত্তানপাদ রাজার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । তথায় তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা হইল । রাজা সৎকার পূর্বক অর্ঘ্যাদি দিয়া উপবেশনার্থ আসন দিলেন, দেবর্ষি স্বখাসীন হইয়া রাজাকে বিমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫৬ ॥

রাজন্ ! অশ্রু মনস্ক কেন ? কি চিন্তা করিতেছ ? বদন শ্রান দেখিতেছি, অর্থ সংযুক্ত ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছে না কি ? ॥ ৫৭ ॥

রাজা কহিলেন ব্রহ্মন্ ! আমি স্ত্রীজিত পুরুষ, আমার হৃদয়ে করুণার লেশমাত্র নাই, পঞ্চম বর্ষীয় সুবিদ্বান্ শিশু সন্তানকে তাহার জননীর সহিত নির্বাসিত করিয়াছি ॥ ৫৮ ॥

তাহাতে এখন এই চিন্তা হইতেছে, শ্রান্তি বশতঃ সেই বালকের বদন কমল এতক্ষণ পরিশ্রান হইয়া থাকিবে । সে ক্ষুধিত হইয়া অনাথের ন্যায় অরণ্য মধ্যে শয়ন করিলে বৃকাদি হিংস্র জন্তু কি ভক্ষণ করিবে না ? অহো ! আমি কি দুরাভা, প্রভো ! আমি স্ত্রীপরতন্ত্র, আমার দৌরাভ্য বিবেচনা করুন, আমার সেই বালকটী আমাকে পিতা বলিয়া প্রেম ভাবে আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, আমি এমন অসভম যে তাহাকে আনন্দিত করি নাই ॥ ৫৯ ॥

মা মাশুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে । তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্তে যদযশোজগৎ ॥ ৬০ ॥
স্বত্বক্ষরং কৰ্ম্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ । এয্যত্যাচিরতো রাজন্ যশোবিপুলয়ন্তব ।

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুত্যা জগতীপতিঃ । রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবানুচিন্তয়ৎ ॥ ৬১ ॥
তত্রাভিষিক্তঃ প্রযতস্তাপুপোষ্য বিভাবরীং । সমাহিতঃ পর্য্যচরদৃষ্যাদেশেন পুরুষং ॥ ৬২ ॥
ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিথ বদরাশনঃ । আত্মবৃত্তানুসারেণ মাংসং নিন্তেহর্চয়ন্ হরিং ।
দ্বিতীয়ঞ্চ তথা মাংসং যষ্ঠেষষ্ঠেহর্ভকোদিনে । তৃণপর্ণাদিভিঃ শীর্ণৈঃ কৃতান্নোহভ্যর্চয়ন্ বিভুং ॥ ৬৩ ॥

অধরস্বামী

যশু যশো জগৎ প্রাবৃঙ্তে ব্যাপ্নোতি ॥ ৬০ ॥

বিপুলয়ন্ বিস্তারয়ন্ ॥ ৬১ ॥

ঋবো মধুবনে কিমকরোদত্যপেক্ষাম্যমাহ তত্রৈত্যাদিনা । অভিষিক্তঃ স্নাতঃ যস্তাং প্রাপ্তস্তাং ॥ ৬২ ॥

কপিথানি বদরাণিচ অশনং যশু আত্মবৃত্তির্দেহস্থিতিঃ তদনুসারেণ ॥ ৬৩ ॥

ক্রমসন্দভঃ ।

বিশ্রুত্যা তত্র বিশ্রভোতি চিংস্বথঃ ॥ ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ ॥

শ্রীমদাগবতম্ ।

মা মা সৰ্ব্বথেষ শোকঃ মাকুরু । তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় বস্তমান ইত্যর্থঃ । প্রাবৃঙ্তে ব্যাপ্নোতি বস্তমান সামীপ্যে বস্ত-
মানত্বং ॥ ৬০ ॥

বিশ্রুত্যা বিশ্রভোতিচ পাঠঃ ॥ ৬১ ॥

মধুবনে ঋবঃ কিমকরোদত্যপেক্ষাম্যমাহ তত্রৈতি অভিষিক্তঃ স্নাতঃ । প্রযতঃ পুতঃ ॥ ৬২ ॥

কপিথবদব মাত্র ভোজী আয়নো বৃক্কে জীবকায়্য অহুসারঃ স্বাকারন্তেন ॥ ৬৩ । ৬৪ ॥

রাজার এই প্রকার কাতর বচন শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে শাস্ত্রনা করত কহিলেন, হে
প্রজানাথ ! দেবতারা তোমার তনয়কে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার যশে জগৎ পারিপূর্ণ হইবে, তুমি
তাঁহার প্রভাব না জানিয়া খেদ কর কেন ? তদর্থ শোক করিও না, বিষাদ পরিত্যাগ কর ॥ ৬০ ॥

রাজন্ ! সেই প্রভু ঋব লোকপালদেরও স্বত্বক্ষর কৰ্ম্ম করিয়া তোমার যশঃ বিস্তার করত অচিরেই
প্রত্যাগমন করিবে । মৈত্রেয় কহিলেন দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া জগতাপতি উত্তানপাদের উদাস্ত
উপস্থিত হইল । তখন তিনি রাজলক্ষ্মীর প্রীতি অনাদর করিয়া কেবল পুত্রেরই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন ॥ ৬১ ॥

এ দিকে ঋব মধুবনে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য তীর্থে স্নান করিলেন এবং প্রযত হইয়া সেই রাত্রি
উপবাস করিয়া থাকিলেন । অনন্তর সমাহিত হইয়া দেবর্ষির উপদেশানুসারে পরম পুরুষ ভগবানের
পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬২ ॥

প্রতি ত্রিরাত্রের অন্ত্যদিনে অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে কপিথ এবং বদরীফল ভক্ষণ করিতেন, এই প্রকারে
দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের অর্চনায় তাঁহার প্রথম মাস যাপিত হইল । তদনন্তর প্রতি যষ্ঠ দিবসে
অর্থাৎ পাঁচ দিন গত হইলে পর শীর্ণ তৃণ পত্রাদি আহার করিয়া ভগবানের অর্চনা করত দ্বিতীয় মাস
যাপন করিলেন ॥ ৬৩ ॥

তৃতীয়ঞ্চানয়ন্যাসং নবমে নবমেহহনি । অস্ত্রক্ষ উত্তমঃশ্লোকনুপাধাবৎ সমাধিনা ।
 চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেহহনি । বায়ুভক্ষোজিত্থাসোধ্যায়ন্ দেবমধারয়ৎ ।
 পঞ্চমে মাসানুপ্রাপ্তে জিত্থাসো নৃপাত্মজঃ । ধ্যায়ন্ ব্রহ্মপদৈকেন তস্থৌ স্থানুরিবাচলঃ ॥ ৬৪ ॥
 সর্ব্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ং । ধ্যায়ন্ ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎ কিঞ্চনাপরং ॥ ৬৫ ॥
 আধারং মহাদীনাং প্রধান পুরুষেশ্বরং । ব্রহ্ম ধারয়মাণস্ত ত্রয়োলোকাশ্চকম্পিরে ॥ ৬৬ ॥
 যদৈকপাদেন সপার্থিবাত্মজ স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী ।

শ্রীধরস্বামী ।

তৃতীয়ঞ্চানয়ন্যাসং ঈষদিব নয়ন্ উপাধাবদিত্যশয়ঃ । প্রতিমাসমাহার সঙ্কোচং তপোহতিরেকঞ্চ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥
 ভূতানি শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়াণিচ আশেরতে যস্মিন্ তন্মন আকৃষ্য ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ ॥ ৬৫ ॥
 ধারয়মাণস্ত তস্য সতন্তেজঃ সোঢ়ু মশরুবন্তঃ কম্পিতাঃ ॥ ৬৬ ॥
 তস্যাস্তুষ্ঠেন নিপীড়িতা আক্রান্তা সতী মহী তত্র তদা অর্দ্ধঃ ননাম সমেহংশকেহর্দ্ধ শব্দস্য নপুংসকত্বাৎ । অংশাংশিনো

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

সর্বাশ্রকতেন বৃহত্তমদ্বাদশগবতো রূপমেব ব্রহ্ম । অতএব আধারমপি । ততস্তাদৃশতেন ধারণাত্তদাশ্রকতা প্রাপ্ত্যা যদা ভাব
 বিশেষণ কম্পতেস্ম তদা বিশ্বমপি কম্পতেস্ম ॥ ৬৬ ॥
 ততো যত্র স্বাঙ্গাংশে স ভারং বিন্যস্যতিস্ম তত্রাংশে পৃথিব্যা নমনমপি যুক্তং ॥ ৬৭ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ।

ভূতানাং প্রাণিনামিন্দ্রিয়েষু ন শেরতে নবিষয়ী ভবতীতি তথাভূতং ভগবজ্রূপং । যদা আ সম্যক্ শেতে নতু জাগরীতি তেষা
 মগম্যামিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥
 ধারয়তঃ ধ্যায়তঃ ধ্যায়তি সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥
 তদা তস্যাস্তুষ্ঠেন নিপীড়িতা মহী । অর্দ্ধমর্দ্ধ প্রদেশং ব্যাপ্য ননাম । কালভাবেত্যাदिना कर्मणः इत्येजेण विष्टिता त्री-

তাহার পরে প্রত্যেক নবম দিবসে অর্থাৎ নয় দিন অতীত হইলে দশম দিবসে জলমাত্র ভোজন
 করিয়া সমাধি যোগ দ্বারা পুণ্যশ্লোক ভগবানের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তৃতীয় মাস
 অতিবাহিত হইল । তদনন্তর প্রতি দ্বাদশাহে অর্থাৎ (দুই দুই অধিক দশ এই অর্থে চতুর্দশ) এই
 রূপ ক্রমে চতুর্দশ দিন অতীত হইলে পঞ্চদশ দিবসে বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া শ্বাস জয় পূর্ব্বক ধ্যান
 যোগে ভগবানের ধারণা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে চতুর্থ মাস ক্ষেপণ হইল । এই প্রকারে
 প্রতিমাস আহার সঙ্কোচের পর যখন পঞ্চম মাস প্রবৃত্ত হইল, তখন সেই রাজপুত্র শ্বাস জয় করিয়া
 পরব্রহ্মের ধ্যান করত এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া অচল স্থানুরন্যায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৪

এবং শব্দাদি ভূতের ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শয়ন স্থান মনকে সর্ব্ব প্রকারবস্ত্ত হইতে হৃদয়ে আকর্ষণ
 করিয়া কেবল ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন, তৎকালে অন্য কোন পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর
 হয় নাই ॥ ৬৫ ॥

এই রূপে প্রব মহাদির আধার এবং প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর পরম ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে ত্রিভুবন
 তাঁহার তেজঃ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পমান হইল ॥ ৬৬ ॥

ঐ রাজতনয় যখন একপদে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতেন তখন অবনী তাঁহার পদাস্তুষ্ঠ দ্বারা নিপী-
 ডিত হওয়াতে যেমন গজরাজ নৌকায় আরোহণ করিলে তাহার বাম ও দক্ষিণ প্রত্যেক পদের ভরে

ননাম তত্রার্কমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ৬৭ ॥

তস্মিন্মতিধ্যায়তি বিশ্বমাত্মনো দ্বারং নিরুধ্যাস্তমনন্তয়া ধিয়া

লোকা নিরুচ্ছ্বাস নিপীড়িতা ভৃশং সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিং ॥ ৬৮ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ ॥

নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং চরাচরস্তাখিল সম্বধান্নঃ ।

বিধেহি তন্মো বৃজিনাদ্বিমোক্ষং প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যং ॥ ৬৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥

মাতৈক্যে বালং তপসো দুৰত্যাগিবর্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম ।

ঐদ্যবস্বামী ।

রভেদাচ্চ এবং সামান্যাদিকরণ্যং । ইভেন্দ্রেণাধিষ্ঠিতা তরী নো যথা পদে পদে সব্যতো দক্ষিণতশ্চ নমতি তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥

অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমাহ তস্মিন্ ধ্রুবে বিশ্বং বিশ্বাত্মকং বিশ্বং আত্মনঃ সকাশাৎ অনন্তয়া ধিয়া আত্মাভেদ দৃষ্ট্য অভিধায়তি সতি কিং কৃত্বা অস্তং প্রাণং তদ্বারক নিরুধ্য বিশ্বমাত্মনি একীকৃত্য স্বপ্রাণ নিরোধে কৃতে বিশ্বস্ত প্রাণ নিরোধো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥ এবং প্রাণ নিরোধং কদাচিদপি ন বিদ্বাঃ অখিল সম্বধান্নঃ সৰ্ব্ব প্রাণি শরীরস্য তত্ত্বম্ভাৎ বৃজিনাৎ কেশাৎ ॥ ৬৯ ॥

যতো বালং কোহসৌ বালঃ কথঞ্চ তস্মাৎ প্রাণনিরোধ ইত্যত আহ । উত্তানপাদস্ত পুত্রো মরি বিশ্বরূপে সম্বতাত্মা ঐক্যঃ

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

লোকাশ্চ গৌরবাদিতি চিংহুখঃ চকম্পির ইতি শেষঃ ॥ ৬৮ ॥

তস্মাদেব লোকনিরুচ্ছ্বাসতামপি ॥ ৬৯ । ৭০ ॥

ঐবিশ্বনাথচক্রবর্তী ।

নৌর্ধণা পদেপদে সব্যতো দক্ষিণতশ্চ নমতি তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥

তস্মিন্ ধ্রুবে আত্মনো দেহস্য বিশ্বং সৰ্ব্বমেব দ্বারং অস্তং প্রাণক নিরুধ্য হরিং ধ্যায়তি সতি লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ইতি ব্যাটে ধ্রুবসংজ্ঞক শরীরস্ত প্রাণেবু নিরোধনীরেবু বালত্বাৎ সমষ্টেরেব প্রাণান্ ন্যরুদ্ব । অতএব অনন্যথাধিযোত ব্যাষ্টি সমষ্টোষ্টৈক্যবুদ্ধিরেব তত্র কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

এবং প্রাণনিরোধং কদাপি ন বিদ্বাঃ । অখিল সম্বধান্নঃ সৰ্ব্বপ্রাণিশরীরস্ত ॥ ৬৯ ॥

বালমিতি বালত্বাদেব স্বপ্রাণেষু নিরুধ্যামানেষু যুস্মাকমপি প্রাণান্ ত্ররুদ্ব অতো হস্মান্ হনিষ্যতীতি বুদ্ধা তস্মান্নভেতব্য

সেই তরী নোয়াইয়া পরে, তাহার স্তায় ধরণী অর্দ্ধাংশে নত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৭ ॥

অপর ধ্রুব প্রাণ ও তাহার দ্বার নিরোধ পূর্বক আপনার সহিত অভেদ দর্শন করিয়া বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের ধ্যান পরায়ণ হইলেন, লোকপাল সহিত সমস্ত লোক নিধাস রোধে অতিশয় নিপীড়িত হইলেন, পরে, ভগবান্ হরির সম্মিধানে গমন পূর্বক তাহার শরণ প্রার্থনা করিলেন ॥ ৬৮ ॥

দেবগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া সভয় চিত্তে ভগবানকে সুস্বোধন পূর্বক কহিলেন হে ভগবন্ ! চরাচর সমস্ত প্রাণির শরীরে এ প্রকার প্রাণরোধ কখনও দেখি নাই, অতএব এই ক্রেশ হইতে শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন, আপনি শরণ্য আমরা আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ৬৯ ॥

ভগবান্ হরি অমর নিকরের সকাতির বচন শ্রবণ করিয়া আত্মাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, অহে দেবগণ ! তোমরা ভীত হইও না, যে বালক হইতে তোমাদের এই নিধাস রোধ হইয়াছে তাহাকে দুষ্কর তপস্তা হইতে আমি নিবর্ত্ত করিতেছি । তোমরা সেই বালকটীকে জান ? তিনি উত্তানপাদ

যতোহি বঃ প্রাণনিরোধ আদীদৌভানপাদিময়ি সঙ্গতাত্মা ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবচরিতে
অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥

ত এবমুচ্ছন্নভয়া উরুক্রমে কৃতাবনায়াঃ প্রযযু স্ত্রিপিকটপং ।

সহস্রশীর্ষাপি ততো গরুত্মতা মধোর্ব্বনং ভূত্যদিদৃক্ষয়া গতঃ ॥ ১ ॥

স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীভ্রয়া হৃৎপদ্মকোষে ক্ষুরিতং তড়িৎপ্রভং ।

ঈশ্বরস্বামী ।

প্রাপ্তো বর্ত্তত ইতি ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে অষ্টমঃ ॥ * ॥

নবমেতু হরিং স্তব্ধা লক্ষ্মী তস্মাদবরান্ ধ্রুবঃ । প্রত্যাগত্যাকরোজাজ্যং পিতৃ দত্তমিতীর্ষ্যতে ॥ ০ ॥

এবং ভগবদাকোন গতভয়াঃ ॥ ১ ॥

স বৈ ধ্রুবঃ যোগস্য বিপাকেন দার্ঢ্যেন নিশ্চলয়া গরুড়াদিক্রুৎ পুরঃ স্থিতমপি যদাস্তদৃষ্টিদ্বাদসৌ নাপশুন্তদা ভগবতৈবাত্তঃস্থ

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভস্ত অষ্টমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

সহস্রশীর্ষেতি ধ্রুবলোকাদিষ্টাভ্যুত্তরভেদাৎ ॥ ১ ॥

তড়িৎপ্রভং যথাস্তাং তথা সহসৈব তিরোহিতং ॥ ২ ॥

ঐবিষ্ণুনাথচক্রবর্ত্তী ।

মিত্যাহ যতো ধ্রুবাং স ময়ি সঙ্গতচিত্তঃ কমপি নৈব জিহ্বাসতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিত্বং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং । চতুর্থশ্রীমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যং ॥ * ॥

হরিস্তুতি বরপ্রাপ্তিঃ স্বাত্মতাগো গৃহাগমঃ । বন্ধুভির্মিলনং রাজ্যং ধ্রুবস্ত নবমেহভবৎ ॥ ০ ॥

গন্তোদশাযিনা অভেদাৎ সহস্র শীর্ষা তদানীন্তনোহবতারঃ পুন্নিগন্তো ভাগবতাস্মতাদবগন্তব্যঃ ॥ ১ ॥

সচ গতা যোগনির্মীলিতাক্ষস্ত ধ্রুবস্তাস্তঃকরণং প্রবিশ্ব দর্শনং দত্তা তত্রৈব পুনরত্কায় বহিস্তদগ্রে তত্কাবিত্যাহ সবা ইতি ধ্যান
যোগস্ত পরিপাকেন তীভ্রয়া ধিয়া হৃদি সহসৈব ক্ষুরিতং তড়িৎপ্রভং যথাস্তাত্থা তিরোহিতঞ্চ উপলক্ষ্য স্ব সমীপ এব দৃষ্টা লক্ষ

রাজার পুত্র, এক্ষণে ধ্যান যোগে বিষ্ণুরূপ যে আমি, আমার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে অষ্টম ॥ * ॥

নবমাধ্যায়ে ভগবানের স্তব করিয়া বর লাভ পূর্ব্বক ধ্রুবের প্রত্যাগমন ও পিতৃদত্ত রাজ্য করণ ॥ ০ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন ভগবানের বাক্যে দেবতাদের ভয় দূরীভূত হইল । তাঁহাকে প্রণাম করিয়া
সকলে ত্রিদশালয়ের প্রতি প্রস্থান করিলেন । সহস্রশীর্ষা ভগবান্ও তাহার পর আপনার ভৃত্যকে দেখি-
বার বাসনায় গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক মধুবনে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

সে সময় ধ্রুবের মতি সুদৃঢ় ধ্যান যোগ দ্বারা নিশ্চল হওয়াতে তিনি তদ্বারা হৃৎপদ্ম কোষে ক্ষুরিত
বিদ্যুৎ প্রভা সদৃশ ভগবানের রূপ দর্শন করিতেছিলেন, অতএব ভগবান্ গরুড়ারূঢ় হইয়া সম্মুখে উপস্থিত
হইলেও অন্তর্দৃষ্টি প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি ধ্রুবের দৃষ্টি পতিত হইল না । এতদবলোকনে ভগবান্ যখন
অন্তঃস্থ রূপ আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তখন ধ্রুব সহসা ভগবদ্রূপের তিরোধান দেখিয়া সন্নাধি ভঙ্গ
করত উথিত হইলেন, কিন্তু নয়ন দ্বয় উন্মীলন করিবামাত্র অন্তঃকরণ মধ্যে যে রূপকে ক্ষুরিত দেখিতে